# গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

গৃহায়ণের দিগন্তে সাহসি পদক্ষেপ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION | ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১২

## বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের সদর দফতরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী

২৩ জুন ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী **জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এম.পি** বিএইচবিএফসি কর্তৃক আয়োজিত সেরা ঋণ পরিশোধকারী গ্রাহকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঋণগ্রহীতাদের সম্মাননা প্রদান করেন। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান **জনাব মোঃ ইয়াছিন আলীর** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব **জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী** এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক **ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার**। এ সময় কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক **জনাব নাজমুল হাই ও জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেশের গৃহায়ণ খাতের পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন এদেশে গৃহায়ণ খাতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি গৃহায়ণ খাতে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসিকে দেশের সর্বস্তরে ঋণ সেবা পৌঁছে দেয়ার তাগিদ দেন। এজন্য জেলা সদরগুলোতে নতুন অফিস খোলার অনুমোদনের ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন এ প্রতিষ্ঠানকে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আবাসন শিল্পকে অর্থনীতির প্রাণ করে গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রী মহোদয় এ প্রতিষ্ঠান হতে তার স্ত্রীর ঋণ গ্রহনকালে ও পরিশোধকালে অনেকবার আসতে হয়েছে মর্মে স্মৃতিচারণ করেন।

অনুষ্ঠানে পাঁচজন সেরা ঋণ পরিশোধকারীকে ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা দেওয়া হয়। এই ঋণ পরিশোধকারীগণ কখনও খেলাপি হননি। সম্মাননা প্রাপ্ত ঋণ গ্রহীতাগণ হলেন জনাব মোশারফ হোসেন, জনাব লিয়াকত হোসেন ভূঁইয়া, জনাব আবদুল হাকিম, জনাব শহিদুর রহমান ও মিসেস সালেহা বেগম। সম্মাননা প্রাপ্ত গ্রাহকগণ এ ধরনের সম্মাননা পেয়ে আনন্দিত ও অভিভূত হন এবং এই উদ্যোগ চলমান থাকার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্পোরেশনের ইতিহাসে প্রথম বারের মত নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারী গ্রাহকগণকে সম্মাননা প্রদান করতে পেরে মন্ত্রী মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের ঋণখেলাপি সংস্কৃতির বিপরীতে এমন দৃষ্টান্ত অবশ্যই অনুকরনীয়। তিনি এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই উদ্যোগ যাতে অব্যাহত থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী মহোদয়কে কর্পোরেশনের স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

## বিএইচবিএফসির সেবার মান বাড়াতে হবে- ব্যাংকিং সচিব

বিএইচবিএফসির সেরা ঋণ পরিশোধকারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় কর্পোরেশনের সার্বিক সেবার মান বৃদ্ধির তাগিদ দেন। মানুষের আবাসন হচ্ছে অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে সরকারের লক্ষ বাস্তবায়নের প্রয়োজনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ কর্পোরেশন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুধুমাত্র মেট্রোপলিটন এলাকায় ব্যপ্ত না রেখে জেলা, পৌরসভা এমনকি থানা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। দেশের মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা গৃহায়ণ সুবিধা আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মানসে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই কর্পোরেশন। তিনি গ্রাম অঞ্চলে ঋণ প্রদান করে পরিকল্পিত গৃহায়ণের মাধ্যমে আবাদি জমি রক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরী করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্রমবর্ধিষ্ণু আবাসন চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন অনুযায়ী তহবিল বা Fund বৃদ্ধি করতে পারলে কর্পোরেশন দেশের আরও অধিক সংখ্যক মানুষকে গৃহ ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। একই সাথে সরকারের ঘোষিত Vision 2021 বাস্তবায়নে এক গর্বিত অংশীদার হতে পারবে। তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে প্রচারণা বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে কর্পোরেশনের অগ্রযাত্রার বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

# বিএইচবিএফসি'র সেরা ঋণ পরিশোধকারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

*বক্তব্য রাখছেন বিএইচবিএফসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান*

বিএইচবিএফসি'র সেরা ঋণ পরিশোধকারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী বলেন এই প্রতিষ্ঠানের বয়স ৬০ বছর হলেও এটি আশানুরূপ ভাবে প্রসারিত হয়নি। বর্তমানে আবাদি জমি রক্ষার জন্য এই খাতে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রয়োজন। তিনি বলেন এই কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেট মাত্র ৩০০ কোটি টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এজন্য এর মূলধন বাড়িয়ে সীমিত আকারে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন শক্তিশালী হলে এর সেবার মান আরও বৃদ্ধি করতে পারবে এবং আরও অধিক সংখ্যক গ্রাহকের নিকট গৃহ ঋণ সেবা পৌঁছাতে পারবে। এতে বেসরকারি গৃহ নির্মাণ সংস্থাগুলো অননুমোদিত, অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশ ধ্বংসকারী কাজ করতে পারবে না। তিনি গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিএইচবিএফসির ঋণসীমা বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত একই সেক্টরে কাজ করায় একটি অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল গড়ে উঠেছে। এই দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য কর্পোরেশনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার বিষয়েও তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

*বক্তব্য রাখছেন বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক*

স্বাগত বক্তব্যে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার কর্পোরেশনে যোগদানের পর যে সকল কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং কর্পোরেশনের অগ্রগতি তুলে ধরেন। গ্রামীণ এলাকায় নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষে বহুতল বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণের উপর জোর দেন, যাতে আবাদি জমি রক্ষা পায়। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে ২০০ কোটি টাকা অনুমোদনের জন্য অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সেই সাথে সরকারের আবাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসি Best Platform বলে উল্লেখ করেন। সে লক্ষে কর্পোরেশনের তহবিল যোগানোর জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

# গেইট উদ্বোধন

বাংলাদেশ সরকারের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫২ সাল। ষাটের দশকে নির্মিত এই ভবনে সামনের দিকে (দক্ষিণ পাশে) মূল সড়ক হতে সরাসরি ভবন চত্বরে প্রবেশের কোন প্রবেশদ্বার ছিল না। ভবনের সম্মুখভাগে একটি সুপরিসর ও নান্দনিক গেইটের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের ভবনের দক্ষিণ পাশে একটি গেইট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

কর্পোরেশন ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে নবনির্মিত গেইটটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এম.পি। কর্পোরেশনের সম্মুখভাগ দিয়ে প্রবেশ করতে পেরে মন্ত্রী মহোদয় মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। গেইট নির্মাণ করার ফলে কর্পোরেশনের ভবনের নান্দনিক সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে আরো পরিচিতি লাভ করবে।

## বিশ্বব্যাংকের সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের যোগদান

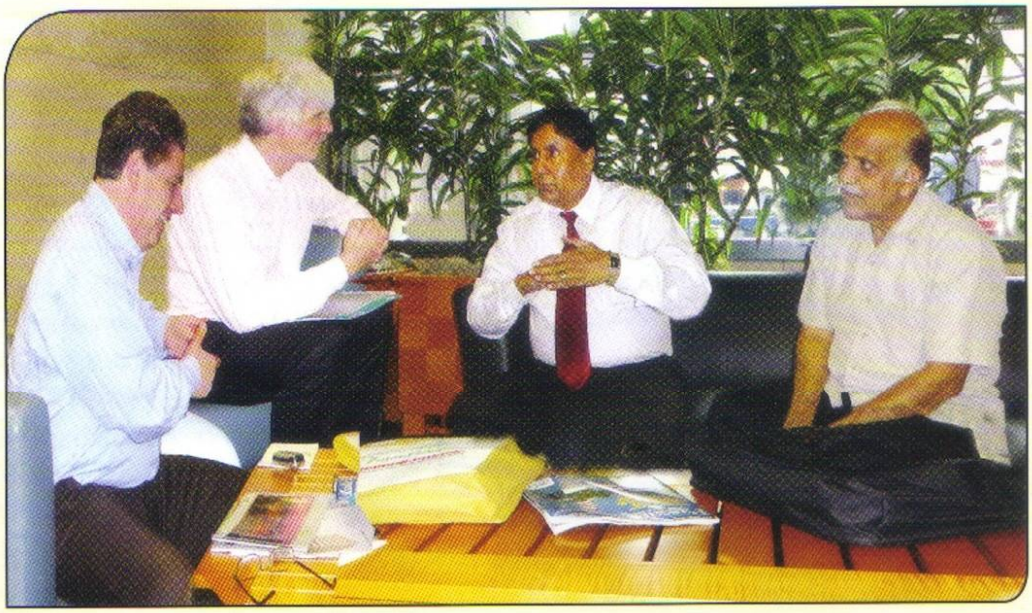

গত ৩০-৩১ মে বিশ্বব্যাংক এবং আইএফসি কর্তৃক আয়োজিত "আবাসযোগ্য বাসস্থান" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য নন-ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট হিসাবে "বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন" কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্মেলনে প্রথমবারের মত কর্পোরেশনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার।

সম্মেলন শেষে বিশ্বব্যাংকের হাউজিং ফাইনান্স কনসালটেন্ট অলিভার হ্যাসলার এবং জয়গাম মাহমুদ রিজভিসহ নন-ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটশনের সিনিয়র হাউজিং স্পেশালিষ্ট ইরা পিপারকর্ন এর সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একটি আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প আয়ের মানুষদের আবাসন নিশ্চিত করার- সরকারের অভিপ্রায়কে' বাস্তবায়নের লক্ষে কর্পোরেশনের গৃহীত পাইলট হাউজিং প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনাসহ হাউজিং সেক্টরের বিভিন্ন দিক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনায় কর্পোরেশনের বর্তমানে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। সেই সাথে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক বিএইচবিএফসি কে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য স্বল্প খরচে আবাসনের ব্যবস্থা করার লক্ষে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেছে।

উল্লেখ্য ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার 'স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য বাসযোগ্য আবাসন'- শীর্ষক একটি আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এটা সফলভাবে আয়োজনের ব্যাপারে 'বিশ্বব্যাংক' এবং 'এশিয়ান প্যাসিফিক ইউনিয়ন ফর হাউজিং ফিন্যান্স' সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছে।

## আবাসন মেলায় অংশগ্রহণ

০৭-০৯ জুন ২০১২ অত্র কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মিসেস আফরোজা গুল নাহার এবং প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ খাজা ইমদাদুল বারী সংযুক্ত আরব আমীরাতে "Remittance, Housing & Trade Exhibition BD-RED-2012" এ অংশগ্রহণ করেন।

## কিশোরগঞ্জ ক্যাম্প অফিস উদ্বোধন

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের ৩৫/২, পুরাতন কোর্ট রোড, আলোর মেলা এলাকায় ১৫ মে, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর ক্যাম্প অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, এডভোকেট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউস অডিটোরিয়ামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএইচবিএফসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াছিন আলী, কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, এডভোকেট। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আপামর জনসাধারণের গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা সদরে কর্পোরেশনের অফিস খোলার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং আবাদি জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধানে জেলা ও উপজেলা সদরে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আহ্বান জানান।

কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান গৃহায়ণ খাতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব তুলে ধরে গৃহ ঋণ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ বিএইচবিএফসি'র অফিস খোলার মাধ্যমে অত্র জেলার বাসিন্দাদের গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানে অবদান রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

## অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে দীর্ঘদিন যাবত অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত পিয়ন ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের স্থায়ী পদের বিপরীতে যথাক্রমে ৪ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে নিয়োগপত্র প্রদান করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার। পিয়ন পদে ১৯ জন, ফটোকপি মেশিন অপারেটর পদে ২জন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৫ জন কর্মচারীকে চাকুরিতে স্থায়ী করা হয়। এরা দীর্ঘ ১৪-১৭ বছর পর্যন্ত কর্পোরেশনে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত ছিল। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণের ফলে তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত দাবি পূরণ হলো।

## শুভ হালখাতা ও ঋণ আদায় সপ্তাহ

১লা বৈশাখ, ১৪১৯ (১৪ এপ্রিল, ২০১২ইং) শনিবার বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ১৪টি জোনাল ও ১১টি রিজিওনাল অফিসে একযোগে "শুভ হালখাতা ও ঋণ আদায় সপ্তাহ" শুরু হয়। কর্পোরেশনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এ ধরণের ঋণ আদায় সপ্তাহ উদযাপিত হলো। প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদারসহ সর্বস্তরের নির্বাহী এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলিতে উপস্থিত থেকে ঋণগ্রহীতাগণের সাথে সরাসরি কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণসহ মতবিনিময় করেন। এতে কর্পোরেশনের ঋণগ্রহীতাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

ঋণ আদায় সপ্তাহে প্রতিটি অফিসে বিপুল সংখ্যক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা উপস্থিত থেকে খেলাপী টাকা পরিশোধের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং অনেক ঋণগ্রহীতা খেলাপী ঋণের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করেন। ঋণ আদায় সপ্তাহে (৫ কর্মদিবস) ১৪টি জোনাল ও ১১টি রিজিওনাল অফিসে মোট ১৯৮৯ জন খেলাপী ঋণ গ্রহীতা উপস্থিত থেকে প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা নগদ জমা করে ঋণ হিসাব নিয়মিত করেন।

শুভ হালখাতা ও ঋণ আদায় সপ্তাহে কর্পোরেশনের সার্বিক ঋণ আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি ঋণ গ্রহীতাদের সাথে কর্পোরেশনের সম্পর্ক নিবিড় ও সুদৃঢ় হয়েছে। প্রথমবারের মত এ ধরনের অনুষ্ঠানে এসে ঋণগ্রহীতাগণ নির্বাহীদের মাঝে খোলামেলা আলাপ আলোচনার সুযোগ পাওয়ায় বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রতি বছরে এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের ও পরামর্শ প্রদান করেন।

শুভ হালখাতা ও ঋণ আদায় সপ্তাহ-২০১২ সফলভাবে সমাপ্ত করায় কর্পোরেশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শুভানুধ্যায়ী ও সম্মানিত ঋণগ্রহীতাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

**সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ঃ** কর্পোরেশনের কার্যপরিধি ও বাস্তবতার নিরীখে বিগত ২০-০৫-২০০৯ খ্রী. তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মোট জনবল সংখ্যা ৮২৫ জন যা পূর্বে ছিল ৭২৫ জন। কর্পোরেশনে বর্তমানে কর্মরত মোট জনবল ৫৮৬ জন।

**গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১২ ঃ** বর্তমান বাজার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং পুনঃনির্ধারণ, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিতরণ ব্যবস্থা আরো যৌক্তিক ও বিধি সম্মতকরণ এবং বিতরণকৃত অগ্রিমের আদায় সুনিশ্চিতকরণার্থে বিএচইবিএফসি গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা প্রবর্তনের ফলে এই খাতে সুষ্ঠুভাবে অগ্রীম মঞ্জুর সম্ভব হবে। যা কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

## ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিএইচবিএফসির মুনাফা ১২৮কোটি টাকা

উন্নত গ্রাহক সেবা তথা সামাজিক দায়বদ্ধতা পুরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কর্পোরেশনের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে কর্পোরেশন প্রতি বছরই পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করে আসছে এবং মুনাফা আয়ের উপর সরকারকে আয়কর পরিশোধ করে আসছে।

বিএইচবি এফসি ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী ১২৮ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ১১২ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে মুনাফা বৃদ্ধির হার ১৪.০২%।

## মুনাফা অর্জন ও আয়কর পরিশোধের তথ্য চিত্র

| বিবরণ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ (সাময়িক) |
|---|---|---|---|
| মুনাফা | ১০৮.৬১ | ১১২.২২ | ১২৮.০০ |
| আয়কর পরিশোধ | ৬৩.৯৫ | ৪৭.৩৭ | ৪২.৫০ |
| ডিবেঞ্চার দায় পরিশোধ | ১৮৮.৫৩ | ২২১.১০ | ১৩৩.০৭ |

## ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ ও আদায়

| বিবরণ | ২০০৯ - ২০১০ | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ |
|---|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | ২৫০.০০ | ২৫৮.৮৬ | ৩৬৫.৭৯ |
| ঋণ বিতরণ | ২৩৩.৪২ | ২২৪.৩৩ ২ | ২৯৭.৩৪ |
| ঋণ আদায় | ৪০৪.৫৭ | ৪১৩.৪৫ | ৪৪৪.১৫ |

চলতি ২০১১-২০১২ অর্থবছরে কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরী বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান ২০১১-২০১২ অর্থবছরের জুন/২০১২ পর্যন্ত মোট ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ৩৬৫.৭৯ কোটি টাকা, বিতরন ২৯৭.৩৪ কোটি টাকা এবং আদায় ৪৪৪.১৫ কোটি টাকা। গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৫৮.৮৬ কোটি, ২২৪.৩৩ কোটি ও ৪১৩.৪৫ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের তুলনায় ঋণ মঞ্জুরী বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬.৯৩ কোটি বা ৪১.৩১% বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৩.০১ কোটি বা ৩২.৫৫% এবং ঋণ আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.০৭ কোটি বা ৭.৪৩%।

## ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক লক্ষমাত্রা

(কোটি টাকায়)

| | | |
|---|---|---|
| ঋণ মঞ্জুরী | : | ৪০০.০০ |
| ঋণ বিতরণ | : | ৩৫০.০০ |
| ঋণ আদায় | : | ৫৩৫.১৮ |
| খরিদাবাড়ি/দখল | : | ১৭৯ |
| বিক্রয় | | ২৭৪ |

# জীবনের জন্য গৃহায়ণ

বন্যায় বিপন্ন মানুষের সকরুণ দুর্দশা, পাহাড় ধ্বসে মানুষের মৃত্যু আমাদের মর্মাহত করে। প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগপূর্ণ এ দেশটির মানুষ এক অর্থে বেশ দুর্ভাগা। ঝড়, জ্বলোচ্ছাস, বন্যায় মানুষের প্রাণহানি এদেশে নৈমিত্তিক ট্রাজেডির আরেক নাম। স্বাধীনতার পর বিগত প্রায় চার দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

অনাদিকাল হতে সমুদ্র উপকূলের লক্ষ কোটি মানুষ জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রে ভেসে গেছে। ঐ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ আজও ভেসে যাওয়ার আশংকা ও ঝুঁকির মধ্যেই বসবাস করে। প্রতি বছর টর্নেডো- সাইক্লোনে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে হাজার হাজার ঘরবাড়ি। বন্যায় ঘর হারা মানুষ উঁচু স্থানের সন্ধানে বেড়ি বাঁধ, রেল লাইন, মহাসড়কের পথে লাইন ধরে। নদী ভাঙ্গনে বাস্তুহারা মানুষ আশ্রয় খুঁজে নেয় বস্তিতে। পাহাড় ধ্বসে বেঁচে যাওয়া অসহায় অসংখ্য পরিবার পাহাড়ের ঢালে পাখির বাসার মতো টংঘর তুলে পুনরায় সংসার সাজায়। বেদে সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও নৌকার ছই কিংবা তাঁবু টানিয়ে জীবন-যাপনের নামে বেঁচে থাকার যুদ্ধ করে চলে। এসব মানুষের জন্য এক প্রস্থ নিরাপদ আশ্রয়স্থল তাদের বেঁচে থাকার পূর্বশর্ত। এসব বিপন্ন মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই কিছু করতে হবে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সহসাই গৃহ সংস্থান করার আর্থিক সামর্থ বাংলাদেশের নেই। তবে, সামর্থের বিষয়টি শুধুমাত্র অর্থের মানদন্ডেই বিচার্য নয়। যোগ্য পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করতে পারাটাও সামর্থ। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকিতে থাকা এসব মানুষকে আবাসিকভাবে পুনর্বাসন করা দরকার। এক্ষেত্রে বিষয়টি, এই অর্থে বিবেচনা করা দরকার যে, জীবন মানের উন্নয়নের আগে জীবন রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন-ই জরুরী।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বর্তমান বিএইচবিএফসি'র সদর দফতর এই বিপন্ন জনপদে অর্থাৎ ঢাকায় অবস্থিত। দুর্গত মানুষের জন্য নিরাপদ আবাসন গড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম সন্দেহ নেই। বিশেষায়িত একমাত্র রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএইবিএফসি'কে এ কাজে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটিকে যথোপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব দিতে হবে।

দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে নেহায়েত কম অর্থ খরচ হয় না। কিন্তু টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সঠিকতার সাথে তা খরচ হয় না। গত ৪০ বছরে এ খাতে ব্যায়িত অর্থ পরিকল্পিতভাবে খরচ করা হলে দৃশ্যপট পাল্টে যেত। দুর্যোগ মোকাবিলার নিরন্তর প্রচেষ্টা হিসেবে সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ এর জান-মাল রক্ষার্থে বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএইচবিএফসি'কে কাজে লাগানো যেতে পারে।

(চলবে)

** নিয়মিত ঋণের মাসিক কিস্তি পরিশোধ করলে নির্ধারিত সময়ে ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ হয়।*

** নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে আইনগত ঝামেলা পরিহার করুন।*

**সম্পাদক মন্ডলী** ঃ **মোঃ আব্দুল কাদের মন্ডল,** সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পি টি পি আর), **আবু বকর সিদ্দিক খান,** প্রিন্সিপাল অফিসার (পর্ষদ সচিবালয়)
**মোঃ বদিউজ্জামান,** প্রিন্সিপাল অফিসার (প্রশাসন), **মোছাঃ জুবাইদা খাতুন,** প্রিন্সিপাল অফিসার (পি টি পি আর) সদর দফতর, ঢাকা।

**প্রকাশনা** ঃ **পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জন সংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন**
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd